

খোলস

-জাহেদ আহমদ

jahed73@aol.com

(উৎসর্গ- প্রিয় বন্ধু মাহবুব আদম হীরক কে- নামের সাথে যাঁর চরিত্রের বিশ্লেষণের আদৃশ্য আমার জীবনে দেখা অদৃশ্য ঘটনাবলীর অন্যতম একটি হয়ে থাকবে।)

কুতুব পাগলা একটি ভারী রহস্যময় চরিত্র। আমাদের গ্রামের লোকজন তাঁকে 'কবিরাজ গুরু' বলে সম্বোধন করত। যদিও সে কোন ট্রেনিংপ্রাপ্ত ডাক্তার ছিল না; তথাপি অশিক্ষিত, সোয়া-শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত গ্রামবাসীদের নিকট 'কবিরাজ গুরু' কুতুব পাগলার বেশ গ্রহণযোগ্যতা ছিল। মূলত সে জন্ডিসের (গ্রাম্য ভাষায় যাকে বলে 'হলমে') চিকিৎসা করত, কিংবা বলা উচিত- চিকিৎসা করার চেষ্টা করত। ছোট-বড়-নারী-পুরুষ যে কারো জন্ডিস হলে গ্রামের শতকরা নিরান্ববই শতাংশ লোক কুতুব পাগলার শরণাপন্ন হত। কুতুব পাগলা সাথে সাথে কাউকেই 'ঔষধ' দিত না। রোগী দেখার পরদিন সে তা দিত। ইত্যবসরে, কুতুব গ্রাম থেকে দশ-বারো মাইল দূরের কোন গভীর এক জংগল থেকে বিশেষ এক প্রকার গুল্ম এনে রাতের অন্ধকারে তা শিল-পাটায় পিষে বড়ি বানিয়ে রেখে দিত, যাতে পরদিন রোগী বা তাদের আত্মীয় এসে নিয়ে যেতে পারে। কারো জানার উপায় ছিল না, সে বিশেষ গুল্মটি আসলে কি। সবাই দেখতো কেবল সবুজ রং এর বড়ি। অতি আগ্রহী দু'একজন কখনো কিছু জিজ্ঞেস করলে কবিরাজ গুরু কুতুব পাগলা জবাব দিতঃ 'এই গাছের সন্ধান সর্বপ্রথম আমার মরহুম দাদাজান স্বপ্নে পেয়ে ছিলেন, যখন আমার দাদীজান হলমে অসুখে মরে যেতে লাগছিলেন। তয় দাদাজানের নিষেধ আছে- এটি কাউকে চেনানো যাবে না'। একবার মেডিকেল কলেজে সদ্য ভর্তি হওয়া আমার এক কাজিন কুতুব পাগলাকে এ নিয়ে দু'একটা উলটা-পালটা প্রশ্ন করলে কবিরাজ গুরু কুতুব পাগলা, অনেকটা লালসালু উপন্যাসের লেখাপড়া জানা যুবক আক্কাসের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ধুরন্ধর, বাকপটু ও চতুর মোল্লা মজিদের পালটা প্রশ্নের অনুকরণে জবাব দিয়েছিল, 'ঐ মিয়া, তোমাগো মেডিকেল সায়েন্স কি মানব দেহ সম্পর্কে সব কিছু জাইনা ফালাইছে? আমাগো দেশী লতা-পাতা গাছ-গাছড়ার মধ্যেই সকল ঔষধ আছে। কথা হইলো সঠিক তুরিকামত সঠিক লোকের কাছ থেকে তা শিখতে হইব'।

বলে রাখা উচিত, কুতুব পাগলার কবিরাজী ঔষধে কারো কারো কাজ হত, কারো কারো হত না। তথাপি, গ্রামের লোকজন কবিরাজ গুরুকে বেশ একটা সমীহের চোখে দেখত। পাশের গ্রাম গুলির কয়েকজন কবিরাজ আবার কুতুব পাগলার নাম ও সহ্য করতে পারতো না। মনে পড়ে, ছোটবেলা জন্ডিস হলে মা একবার আমাকে কুতুব পাগলার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে বার কুতুব পাগলা একটা কথা বলেছিল, যা আজ ও মনে দাগ কেটে যায়: 'খোকা, লোকে যে আমাকে পাগলা কয়, তাতে আমার খারাপ লাগে না এ জন্য যে, লোকে জানে আমার ও হালায় একটা কিছু কেরামতি আছে। শহরের লোকজন চিকিৎসার

জন্য আমার কাছে কোন দিন ও আসবে না জানি, কিন্তু গেরামের লোকদের কুতুব পাগলার কাছে না আইস্যা উপায় নাই। এই গেরামে কোন এফআরসিপি পাশ ডাক্তার আইস্যা ও ঈনশাল্লাহুতালা কুতুব পাগলার কাছে পাত্তা পাইব না’।

একবার হলো কি- কুতুব কবিরাজের কিশোর বয়সী এক ভাইস্তার জন্ডিস হল। দুর্ঘটনাক্রমে ভাইস্তার পিতার সাথে জমি-জমা নিয়ে বিরোধ হেতু কুতুব কবিরাজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই খারাপ ছিল। চাচাত ভাইটি ও নিজে থেকে যেচে ছেলের জন্ডিসের চিকিৎসার জন্য কুতুব পাগলার দ্বারস্থ হয়নি। রোগীর যখন মুমূর্ষু অবস্থা, কেউ একজন তখন পরামর্শ দিলেন- উন্নত চিকিৎসার জন্য ছেলেটিকে শহরে নিয়ে যাওয়া হউক। অবশেষে তাই করা হলো। সে যাত্রা ছেলেটির আর শেষ রক্ষা হয়নি। জেলা হাসপাতালে ভর্তি হবার একদিন পর ছেলেটি মারা যায়। ডাক্তারদের বক্তব্য ছিল- আর ও আগে রোগটিকে নিয়ে আসা উচিত ছিল। ততদিনে তার যকৃত (liver) পুরোপুরি স্বাভাবিক কর্মক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছিল। সে বার কুতুব কবিরাজের অসহিষ্ণু ও তীব্র প্রতিক্রিয়া ছিল লক্ষ করার মত। ‘এ রকমই হয়। ঘরের কাছে দাওয়াই রাইখা পোলারে নিয়া আমার ভাই গেল শহরের ডাক্তারের কাছে’। গ্রামের লোকদের লিভার সিরোসিস বোঝার কথা নয়। তারা সকলে কুতুব পাগলার কথায় সায় দিয়েছিল। কেউ জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করেনি, কেন কুতুব পাগলা নিজে থেকে ঘরের কাছের সেই মহৌষধ সময়মত বাতলে দেয়নি? কিংবা, কেন কুতুব পাগলা আপামর গ্রামবাসীর স্বার্থে তাঁর দাদাজানের স্বপ্নে পাওয়া সেই গুল্মটি সকলকে চিনিয়ে দেয়নি? কেন সে বারবার বলতে থাকে: ‘আছে আছে। আমাদের আশেপাশেই সব সমাধান আছে। কেবল ঠিকমত চিনতে হইব। বুঝতে হইব।’

গল্পটি এখানে শেষ করতে পারলে সুখ বোধ করতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা পারছি না। কুতুব কবিরাজের ভাইস্তা জন্ডিসে মারা যাওয়ার ঠিক তিন বছরের মাথায় কুতুবের একমাত্র ছয় বছর বয়সী ফুটফুটে ও ঈর্ষ গীয় রকমের মেধাবী (prodigy) মেয়েটি জন্ডিসের কবলে পড়ে। আত্মবিশ্বাসী(?) কুতুব দূরের সেই রহস্যময় (?) জংগল থেকে সেবার কেবল এক পদের নয়, প্রথমবারের মত বহু পদের লতা-পাতা-গুল্ম এনে রকমারী বড়ি বানিয়ে খাইয়েছে একমাত্র মেয়েটিকে বাঁচিয়ে তোলাতে। কিছুতেই শেষ পর্যন্ত কাজ হয়নি। চারদিনের মাথায় কবিরাজ গুরু কুতুবের একমাত্র মেয়েটি মারা যায়। অবাক ব্যাপার হচ্ছে- এর পর থেকে কুতুব পাগলা কাউকে কোন দিন জন্ডিসের ঔষধ বাতলে দেয়নি। কেউ পীড়াপীড়ি করলে সে যা বলতো, তা সে তাঁর মেয়ে মারা যাওয়ার পর স্বপ্রণোদিত হয়ে নিকটস্থ থানা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নিকট থেকে শিখেছিল: জন্ডিসের তেমন বিশেষ কোন ঔষধ নেই। তবে ভয় পাবার ও কারণ নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণে রেপ্ট নিন এবং মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন, কারণ- এ সময় আপনার লিভার যেহেতু দুর্বল, লিভারের বিশ্রাম দরকার। মশলা বা তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার মানে হচ্ছে দুর্বল লিভার বেচারার উপর অতিরিক্ত রকমের চাপ ফেলানো।

কুতুব কবিরাজ আজ আর বেঁচে নেই*। শেষ বার আমার সাথে তাঁর যখন দেখা হয়েছিল, আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম: ‘আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, আপনি আধুনিক চিকিৎসাকে এত ঘৃণা করেন কেন? আপনার মেয়েটিকে কেন কোন এলোপাথি-পাশ ডাক্তার দেখান নি? টাকার অভাব ছিল?’। বহুক্ষণ চুপ থেকে কুতুব কবিরাজ মৌনতা ভংগ করলো যে বাক্য দিয়ে, তা শুনে আমার কেবল মনে হয়ে ছিল- আহা রে মনুষ্য

প্রকৃতি! আপণ বিবেক-চালিত লোকের পৃথিবীতে কেন এত অভাব? কুতুব কবিরাজের সেদিনের উত্তরটি পাঠকদের নিকট গোপন করলে লেখক হিসেবে সম্ভবত আমি নিজেকে অপরাধী মনে করব বাকী জীবন। সেটি এইঃ

‘মহৌষধি গুল্ম বলতে কিছুই ছিল না। ওটা ছিল একটা ধান্দা। তবে লোকজনকে ঠকানোর ধান্দা নয়, খ্যাতির ধান্দা। পূর্ব-পুরুষদের কবিরাজী খ্যাতি গ্রামের লোক জনের সামনে ধরে রাখার ধান্দা। ওটা একটা একটা নেশার মত। মাইয়াটা জন্মিসে শেষমেস মারা যাবার আগে নিজের ও মনে হয়েছিল, একবার শহরের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। শেষ পর্যন্ত গ্রামের লোকের কাছে নিজের সম্মান খোয়ানোর ভয়ে আর পারিনি।..... জীবনটা আসলে একটা ধান্দা রে বাপজান, পুরোটাই ধান্দা। মহাপুরুষ বলো, আর ডাকু বলো, সবই খোলস পরে আছে। কারো মিহি হান্কা খোলস। আবার কারোটা গাঢ়, সহজেই ধরা পরে যায়। আমি সেদিন খোলস থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে আমার একমাত্র মেয়েটি হয়তো বেঁচে যেতো।’

কুতুব কবিরাজের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামের মেঠো পথ ধরে হাঁটছিলাম নিজের বাড়ির উদ্দেশে। গ্রামের রাস্তা যেমনটি হয়ে থাকে- রাস্তার দু’পাশ ছোট খাট ঝোপ-জঙ্গল ঘেরা। হঠাৎ রাস্তার ডান দিকে চোখে পড়ল ঘাসের উপর সাপের খোলসের কয়েক খানি টুকরো। অনেকটা পুঁটি মাছের আঁশের মত দেখতে। মনে হল- আহা! সাপের মত সকল মানুষের পক্ষে খোলস থেকে বেরিয়ে আসা যদি অমন সহজ হত !

(সমাপ্ত)

নিউ ইয়র্ক

২৬ ই মার্চ ২০০৪

* এককালে কটর মুসলিম ছিলেন, বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে মানবতাবাদী— আমার এ রকম একজন বন্ধু এই গল্পটি পড়ে মন্তব্য করলেনঃ ‘মনে হচ্ছে মৃত কুতুব পাগলার প্রেতাত্মা (?) এ যুগের বহু আধুনিক শিক্ষিত (!) জীবিত মুসলমানদের উপর সবিশেষ ভাবে ভর করেছে’। আমি বন্ধুটির কথায় পুরোপুরি সায় দিতে পারিনি, তার কারণ- ভুলে যাওয়া উচিত নয়, কুতুব কবিরাজ শেষ পর্যন্ত তাঁর গাঁজাখুরি মহৌষধি তত্ত্বের অসারতা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিল। আপণ বিবেকের জয় যেহেতু শেষপর্যন্ত তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেছে, কুতুব কবিরাজকে অতটুকু হেয় করা অনুচিত বলেই আমি মনে করি।

-লেখক

Copyrights www.mukto-mona.com 2004

বর্ণসফট ২০০০ ফ্রি সফটওয়্যারের সাহায্যে মুদ্রিত www.bornosoft.com

